সরস্বতী বিদ্যানিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯-২০ ইং

মাননীয় অদ্যকার সভার প্রধান অতিথি শ্রী................ , ... ও বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য এবং মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ , উপস্থিত সজ্জন মণ্ডুলী বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যা বৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ সকলকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি ।

বিদ্যাভারতী পরিচালিত শিক্ষাবিকাশ পরিষদ দক্ষিণ অসম সঞ্চালিত সরস্বতী বিদ্যানিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ ভারতীয় সংস্কৃতি তথা পরম্পরার আদর্শে শিক্ষাক্ষেত্রে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ।

১৯৯৭ ইং তে মোট ৫২জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৮ জন আচার্য-আচার্যা ও ২ জন সেবক-সেবিকা নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই বিদ্যালয়ে ২৬ জন নিয়মিত ও ৩৪ জন আংশিক আচার্য-আচার্যা, মোট ৬০ জন ও ১৮ জন কর্মচারী, সেবক-সেবিকা ও বাহন চালকের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে মোট ১০৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পাঠদান গ্রহণ করছে ।

এই বিদ্যালয়ের প্রসারে বিপিনপাল রোডে একটি “শিশুবাটিকা” (অঙ্কুর ও মুকুল শ্রেণী) , সরস্বতী কলাকেন্দ্র , লক্ষ্মীবাজার রোডে সরস্বতী ইণ্টার কলেজ এবং একটি ছাত্রাবাস পরিসর আছে । বিগত ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে অঙ্কুর-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে কিছু প্রকল্পমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে যেমন - সুন্দর হাতের লেখার অভ্যাস, চিত্রাঙ্কন অভ্যাস , গীতা শ্লোকের অভ্যাস , সংস্কৃতি জ্ঞান , আবৃত্তি অভ্যাস,সমবেত সংগীত , প্রকল্প প্রস্তুতির অভ্যাস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

বিগত শিক্ষাবর্ষে আচার্য-অভিভাবক বৈঠক তিনটি পর্যায়ে হয়েছে এতে বিশেষ করে শৈক্ষিক আলোচনা হয়েছে এবং সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।

২০১৯ ইং শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা । মোট ৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪৫ জন , ২য় বিভাগে ১২ জন এবং ৩য় বিভাগে ০৫ জন । সর্বমোট লেটার ১২৪ টি , ষ্টার ১৭ টি , ডিষ্ট্রিংশন ০৪ টি , সহ পাশের হার ৯৬ .৮ শতাংশ । উচ্চতর মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ০৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ম বিভাগে ০২ জন , ২য় বিভাগে ০২ জন সহ পাশের হার ১০০ শতাংশ । কলাবিভাগে ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ম বিভাগে ০৪ জন , ২য় বিভাগে ০৬ জন এবং ৩য় বিভাগে ০৮ জন, সর্বমোট লেটার ০৪টি , সহ পাশের হার ৯৪ .৭৩ শতাংশ ।

বিদ্যালয়কে সুন্দর ও সুষ্ঠ করার জন্য ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে আচার্য ভারতী গঠিত হয়েছে ।

কার্যক্রম ঃ- বিগত ১৯শে মে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে রচনা প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী ঋততপা চক্রবর্তী ২য় স্থান অধিকার করে । বিগত জুন মাসে টাউন কালীবাড়ীতে আয়োজিত গীতা শ্লোক প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীরা অংশগ্রহণ করে । এতে ৩য় , ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর মোট ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ১ম , ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে। বিগত ৭ ই জুলাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় ১০ম শ্রেণীর ১ জন ছাত্র ৩য় স্থান অধিকার করে । বিগত ১১ই আগষ্ট নলীনিকান্ত দাস জন্ম শত বর্ষ উৎযাপন সমিতি আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্রী ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে। বিগত ১৩ই আগষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে আয়োজিত বিতর্কী প্রতিযোগিতায় আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী প্রথমা সিংহ ৩য় স্থান অধিকার করে। বিগত ১৫ ই আগষ্ট বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী (করিমগঞ্জ শাখা) আয়োজিত সংস্কৃত শ্লোক প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী রীমি রায় ২য় স্থান অধিকার করে । বিগত ২৫শে আগষ্ট বরাক উপত্যকা মাতৃভাষা সমিতি আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়ে ৬জন ছাত্র-ছাত্রী ১ম , ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে । বিগত ১লা সেপ্টেম্বর সংস্কৃত ভারতী শ্লোক , প্রশ্নমঞ্চ প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের অঙ্কুর থেকে একাদশ শ্রেণীর ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী ১ম , ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে । বিগত ১৫ ই সেপ্টেম্বর আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র (শ্যামল রঞ্জন দেব স্মৃতিতে) আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ২য় , ৩য় ও ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীরা ২য় , ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করে। বিগত ৩০শে অক্টোবর ভারত বিকাশ পরিষদ আয়োজিত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ে ৪জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করে , জেলাভিত্তিক স্তরে ১ম ও ২য় এবং রাজ্যভিত্তিক স্তরে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ।

বিগত জুলাই মাসে শৈক্ষিক ভ্রমনে বরখলা গ্যাস প্ল্যান্ট , ডলু চা-বাগান ও লেইকে যাওয়া হয় । বিগত অক্টোবর মাসে দূর্গাপূজার আগে লঙ্গাই রোড ও কর্ণমধু অনাথ আশ্রমে

যাওয়া হয়, সেখানে শিশুদের কিছু খাওয়ার ও বস্ত্র আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রদান করে। বিগত নভেম্বর মাসে কালীপূজার আগে ইনাতপুর গ্রামে শিশুদের বাজীর পরিবর্তে কিছু খাওয়ার , পড়া-শুনার ও খেলার জিনিষ বিতরণ করে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। বিগত ২১শে ডিসেম্বর মহিশাষন গ্রামে বনভোজনে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আগামী কার্য পরিকল্পনাঃ-

১। পূর্বপরিকল্পিত গ্রাম ভারতী বহুমূখী প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ণের পথে।

তাছাড়াও বিগত শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ে অনেক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে এতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী , আচার্য-আচার্যা , কর্মচারী , সেবক-সেবিকা , অভিভাবক-অভিভাবিকা, বর্তমান ও পূর্বতন পরিচালন সমিতির সদস্যবর্গ , বিভিন্ন সামাজিক কার্যকর্তা বর্গ , দাতৃবর্গ ও সাংবাদিক বন্ধুগণ অকান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন যার ফলে বিগত শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে, তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আগামীতে এই বিদ্যালয়ের কর্মযজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতি বৎসরের ন্যায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও আশীর্বাদ কামনা করি এবং এই বিদ্যালয়কে বিদ্যাভারতীর লক্ষ্য অনুসারে এক আদর্শ বিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সবাই একসাথে এগিয়ে যাব এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই বিদ্যালয়কে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ১৯৯৭ ইং অর্থাৎ স্থাপনা বর্ষ থেকে বিশেষ সহায়তা করছেন তাদের সকলের প্রতি আবারও আমি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি , এর সাথে সাথে আমাদের বিদ্যালয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয় পরিজন , আসাম তথা সমগ্র দেশে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যারা বিগত বৎসরে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

মা ভগবতী সারদা দেবী ও ভারত মায়ের অর্চনার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যত যেন আরও উজ্জ্বল হয় এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়ে ভারত মায়ের গৌরব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে

অংশীদার হতে পারি এই আশীর্বাদটুকু প্রার্থনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানেই শেষ করছি ।

জয় বিদ্যা , জয় সংস্কৃতি , জয় ভারত মাতা ।

সরস্বতী বিদ্যানিকেতন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯-২০ ইং (ক্রীড়া বিভাগ)

এবারের বার্ষিক উৎসবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯ ও ২০ ই জানুয়ারী করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ও নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন করিমগঞ্জ মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড০ রামানুজ চক্রবর্তী মহাশয় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবীর বরণ রায় মহাশয়।

এবারের বার্ষিক উৎসবে ক্রীড়া বিভাগে দৌড় , লং জাম্প , হাইজাম্প, চকলেট দৌড় , স্পট জাম্প সহ মোট ২৪টি ইভেণ্টে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্র - ছাত্রী উভয় বিভাগে মোট ৫০২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় বিভিন্ন বিভাগে স্থানাধিকারী বিদ্যার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে মোট ১৭২ টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। অভিভাবক, অভিভাবিকা ও বিদ্যালয়ের আচার্য, আচার্যা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও এবারের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ ও ব্যাড মিণ্টন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে অনেকের সাহায্যে সহযোগিতা আমরা পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে করিমগঞ্জ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ , নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ডি.এস.এ. কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি।